নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৯ডিসেম্বর - সাভারকরের ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার সুদুরপ্রসারী লক্ষ্যেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) পেশ করেছে মোদী সরকার। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, এনআরসি, সিএবি এবং এনপিআর- এই তিনটে একই মেগা সিরিয়ালের আলাদা আলাদা এপিসোড। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এনপিআর-কে জনগণনা (সেন্সাস)-এর অংশ বলে।

মহম্মদ সেলিম তৃণমূল সরকারের ভূমিকা এই প্রশ্নে সন্দেহজনক উল্লেখ করে এদিন বলেন, তৃণমূল সরকার এনআরসি’র ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য জমি দেখছে, জমি হস্তান্তর করতে চাইছে, কেন্দ্রের কাছথেকে টাকা নিয়েছে এবং ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মুখে এনআরসি-র বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, জমির জন্য রেলের প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার পরেও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কারণ রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না। এখানে

রাস্তার জন্য, শিল্পের জন্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি পাওয়া যায় না। অথচ সেখানে ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য জমি পাওয়া যাচ্ছে। এতে বোঝাই যাচ্ছে এই সরকার হাওয়া মোরগের মত হাওয়া দেখে বা ইডি, সিবিআই-এর নোটিশ দেখে সিদ্ধান্ত নেন। সেলিম বলেন, ২০১৬সালে যখন এই বিল প্রথম পেশ হয়, তখন জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে তৃণমূলের তিনজন সদস্য ছিলেন। তাঁরা এবিষয়ে কতটা সিরিয়াস ছিলেন এবং কটি সভায় উপস্থিত ছিলেন, তা সংসদের ওয়েবসাইটে গেলেই দেখতে পাবেন।

এদিন মহম্মদ সেলিম বলেন, সিএবি আলাদা করে করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এটা আইনের দিক থেকে কোনো জরুরি বিষয় নয়। কারণ এই সরকার আইনের ধার ধারে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এটা করা হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যেই পাসপোর্ট অ্যাক্ট, ফরেনার্স অ্যাক্ট-এর যে সংশোধনী হয়ে গেছে, নতুন করে কাউকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য আরেকটা বিল করার প্রয়োজন ছিল না। ধর্মীয় কারণে, অন্য যে কারণে নির্যাতিত হলে এর আগেও এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে অসংখ্য মানুষ আশ্রয় পেয়েছেন। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন

আনার আসল উদ্দেশ্য বাইরের কাউকে আশ্রয় দেওয়া নয়, দেশের নাগরিকদের ভাগ করা। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে কে ওপরে, কে নীচে। আমাদের সংবিধান অনুসারে কেউ ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জাতিগতভাবে কেউ ওপরে, কেউ নীচে নন। এই সংশোধনী আসলে আমাদের সংবিধানের মূল ভাবনারই বিরোধী। এই বিল আমাদের দেশের ঐক্যের জন্য সামনে চ্যালেঞ্জ।

এদিন মহম্মদ সেলিম আরও বলেন, যারা বলছেন এনআরসি করে বাদ দেওয়া হবে, আর সিএবি করে নাগরিকতা দেওয়া হবে এটা আসলে মিথ্যাচার। আমরা বলেছি, এই সংশোধনীতে ধর্ম রাখার কোনো কারণ নেই। আর যাদের এনআরসি করে বাদ দেওয়া হচ্ছে তাদের কীভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে? আসলে সবকিছুই একটা মিথ্যা যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে। এটা আরএসএস-এর হিন্দুত্ব প্রোজেক্টের অঙ্গ, জাতিগত আধিপত্য(রেসিয়াল সুপ্রিমেসি) দেখানোর জন্য করা হচ্ছে। এরা ভয়ের বাতাবরণে দেশের একটা বড় অংশকে রাখতে চায়। তাই এরা ‘ঘর ওয়াপসি’, ‘লাভ জিহাদ’-এর কথা বলে। মহম্মদ সেলিম এনআরসি-কে

‘ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ’-এর বদলে ‘নিউ রিফিউজি ক্রাইসিস’ অভিহিত করেন।

সেলিম এদিন বলেন, সংসদে বিল পেশ করতে গিয়ে অমিত শাহ যা বক্তব্য রেখেছেন তাতে ভারত এবং বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। উনি বলেছেন, ১৯৭১ সালের পরেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে। এরফলে বাংলাদেশের ভারতবিরোধী শক্তি আরও উৎসাহিত হবে। আমরা চাই, দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী অটুট থাকুক।

সেলিম এদিন মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, মোদী সরকার ডলার আর টাকার দাম এক করে দেবে। এখন পেঁয়াজ আর মুরগির দাম প্রায় এক হয়ে গেছে। যখন অর্থনীতির চূড়ান্ত অব্যবস্থা আমাদের দেশে, পেঁয়াজের দাম প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, ব্যাঙ্কসহ সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অধোগতি হচ্ছে, দেশের ১৩২ কোটি মানুষ যখন চাইছেন দেশের সরকার সেসব দিকে নজর দিন, তখন এইসব দেশের মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এসব করা হচ্ছে। সেলিম বলেন, প্রথমে মোদী সরকার সবকিছু অস্বীকার করেছিলো। বলেছিলে, না,

দেশে কোনো সমস্যা নেই। বেকারির প্রশ্নে, জিডিপির প্রশ্নে, শিল্পে বিনিয়োগের প্রশ্নে, এফডিআই-এর প্রশ্নে, কলকারখানা-কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার প্রশ্নে, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত-এনপিএ সংক্রান্ত প্রশ্নে সমস্ত তথ্য, সব পরিসংখ্যান চেপে দেওয়া হয়েছিলো ভোটের সময়। এখন সব সত্য ও তথ্য বেরিয়ে আসছে। সেখান থেকে অর্থনৈতিক প্রশ্ন পেছনে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক বিষয়কে সামনে নিয়ে আসছেন। এর প্রতিবাদেই বামপন্থীরা মিটিং মিছিল, রাজনৈতিক সংগ্রাম করছে। এক প্রশ্নের উত্তরে এদিন মহম্মদ সেলিম বলেন, দেশভাগের সময় আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভূমিকা কী ছিল, সেটা ইতিহাসে লেখা আছে। তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, দেশভাগ হোক বা না হোক বাংলা ভাগ করতেই হবে। তাহলে বিভাজনের রাজনীতি কারা করে?